Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 92-100
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.022

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় শব্দার্থগত ব্যঞ্জনা

অচিন্ত্য কুমার দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ, ভারত*

Received: 25.07.2025; Accepted: 30.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

*One of the fundamental components of language is the **word**. A sentence is formed through the combination of multiple words, and it is through these sentences that we express our thoughts and emotions. It is essential that the words used to construct a sentence carry specific and clear meanings. If a sentence is formed using meaningless words, the intended thought or emotion remains unclear. Therefore, **words and their meanings play a crucial role in sentence construction**. The field of **semantics** – the study of word meanings – has been the subject of much discussion and critique in both Eastern and Western traditions. While debates on this topic date back to ancient times, in the modern era these discussions have grown even more extensive.*

*In this article, we attempt to explore and analyze various semantic theories of both Eastern and Western critics, using the poetry of **Nirendranath Chakraborty** as our reference point.*

Keywords: Sound, Word, Meaning, Literal Meaning, Figurative Meaning, Semantics, Pragmatics, Reference

ভাষার অন্যতম একটি প্রধান উপাদান হল শব্দ। পরস্পর শব্দ সহযোগে গড়ে ওঠে একটি বাক্য। আর এই বাক্যের দ্বারাই আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। যে সমস্ত শব্দ সহযোগে একটি বাক্য গড়ে ওঠে সেই সমস্ত শব্দের একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকা অত্যন্ত জরুরী। নিরর্থক শব্দ দ্বারা কোন একটি বাক্য গঠন করলে, সেই বাক্যের দ্বারা আমাদের মনের ভাব অস্পষ্ট থেকে যায়। বাক্য নির্মাণে শব্দ এবং তার অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। এই শব্দার্থ বিদ্যাকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশেই নানা সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীনকালে এ বিষয়ে যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমানকালে তা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা সমালোচকের নানা মতবাদ যা শব্দার্থকে কেন্দ্র করে সৃজিত হয়েছিল।

শব্দ এবং তার অর্থ সম্পর্কে গভীর মতামত প্রদান করেছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু বিদগ্ধ আলংকারিকগণ। প্রাচীন ভারতে কাব্যচর্চা মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল, যা হল- ১. কাব্যের আত্মা ও ২. কাব্যের শরীর। কাব্যের আত্মা কী এ বিষয়ে আলংকারিকদের মধ্যে নানা মতভেদ থাকলেও কাব্যের শরীর নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো মতান্তর ছিল না। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন যে শব্দ ও অর্থের সহযোগেই কাব্য শরীর গড়ে ওঠে। আলংকারিক ভামহ তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে বলেন- 'শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম'[১]। এই উক্তি থকে বোঝা যায় শব্দ অর্থের সহিত মিলিত হলে কাব্য হয়। কাব্যশাস্ত্রে শব্দার্থের যুক্ত সম্বন্ধ-কে বোঝানোর জন্যই এই 'সহিত' শব্দটিকে বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার কোনো বৈয়াকরণগন মনে করেন ব্যাকরণগত বাচ্য-বাচ্যক সম্বন্ধ বা ব্যাকরণগত বিশুদ্ধিতা বোঝানোর জন্য এই 'সহিত' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন আলংকারিক ভামহ। কিন্তু পরবর্তী কালের আলংকারিকগণ এই 'সহিতৌ' শব্দটিকে উহ্য রেখে বলেন—

'ননু শব্দার্থৌ কাব্যম'[২]— রুদ্রট।

'তদদোর্থে সগুণাবনলঙ্কৃতৌ পুনঃ ক্বাপি'[৩]— মম্মট।

'শাব্দার্থৌ বপুরস্য'[৪]— বিদ্যাধর।

সে সময়ের আলংকারিকেরা শব্দকে নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। শব্দের এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা শব্দের একটি আলংকারিক পরিভাষা নির্মাণ করেন যাকে তাঁরা 'ধ্বনি' বলে চিহ্নিত করেন। ধ্বনি বলতে তাঁরা কাব্যের একটি অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যা কাব্যস্থিত শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত হয় না। সেটির প্রকাশ হয় ব্যঞ্জনার দ্বারা। বাচ্য যখন তার বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে প্রতিয়মানার্থটিকে প্রকাশ করে থাকে তখন তাকে ধ্বনি বলা হয়। এই ধ্বনিবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন আচার্য আনন্দ বর্ধন। তিনি ধ্বনির আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ধ্বনির মধ্যে তিন প্রকার শক্তি আছে। যেগুলি হল- আভিধা শক্তি, লক্ষণা শক্তি এবং ব্যঞ্জনা শক্তি। তিনি ধ্বনির প্রকৃতি আনুসারে ধ্বনিকে বেশ কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলি হল–

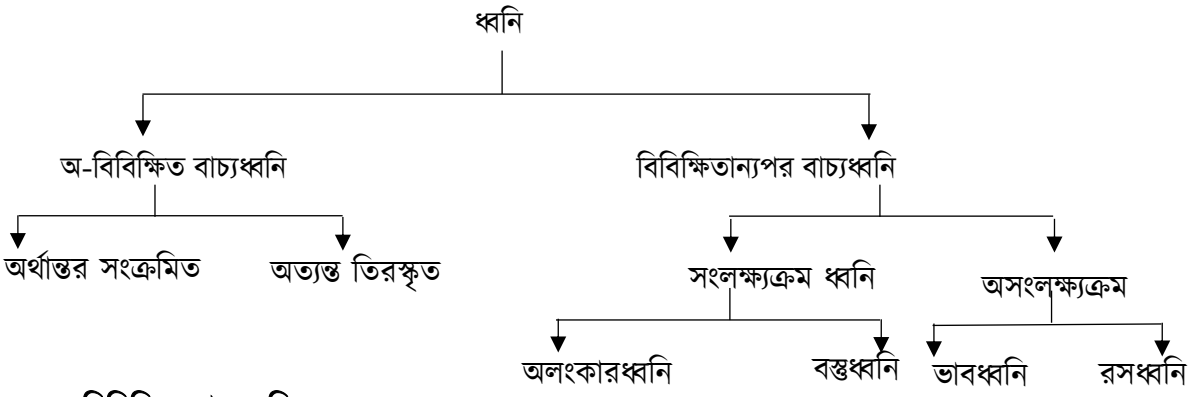

ক. অ-বিবিক্ষিত বাচ্যধ্বনি:

বাচ্যার্থ যেখানে কবির অ-বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত নয়, ব্যঞ্জিত অর্থটিই সেখানে কবির অভিপ্রেত এই রূপ ধ্বনিকে অ-বিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি বলে। এই ধ্বনিকে লক্ষণামূলক ধ্বনিও বলা যায়। ব্যঞ্জনার সাহায্যে কবি এখানে কাব্য সৌন্দর্য গড়ে তুলতে চান। অ-বিবিক্ষিত বাচ্যধ্বনিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

ক. ১. অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি:

বাচ্যার্থ যখন নিজের অর্থকে বজায় রেখে অন্য অর্থকে দ্যোতিত করে তখন তাকে অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি বলে। যেমন—

'এতকাল সে অন্যের বোঝা বয়ে বেড়াত।
আর আজ তারই নীচে কোমরে গামছা চার বেহারা।
আকাশ দেখতে-দেখতে,
ফুলের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে
লোকটা এখন গঙ্গার হাওয়া খেতে যাচ্ছে।'
(যাওয়া, কবিতা সমগ্র- ২, পৃষ্ঠা- ১৬৪)

কবিতার এই লাইনগুলি পড়ে আমাদের সামনে যে চিত্রটি ভেসে ওঠে সেটি হল- কোনো এক ব্যক্তি গঙ্গার হাওয়া খেতে যাচ্ছেন চার বেহারার কাঁধে চড়ে। কিন্তু এটি কবিতার বাচ্যার্থ মাত্র। এই বাচ্যার্থকে বজায় রেখেও কবি অন্য একটি অর্থকে দ্যোতিত করতে চেয়েছেন সেটি হল— এক দিন মজুর ব্যক্তি যে কোনোদিন সুখে-সাচ্ছন্দে থাকতে পারেনি, আজ মৃত্যুর পরে সে চার বেহারার কাঁধে চড়ে, ফুলে সাজানো খাটিয়াতে শুয়ে শ্মশান যাত্রা করছে। এখানে বাচ্যার্থ কবির অভিপ্রেত নয় কবির অভপ্রেত হল ব্যাঙ্গার্থ।

ক.২ অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি:

বাচ্যার্থ যখন নিজের অর্থকে তিরস্কৃত করে বা অপসারিত করে নতুন কোনো অর্থকে দ্যোতিত করে তখন তাকে অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি বলে। যেমন—

'সেই অমলকান্তি— রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে

ভাবতে ভাবতে
একদিন রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল।'
(অমলকান্তি, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ৭৪)

'রোদ্দুর' বলতে সূর্যালোককে বোঝায়। কিন্তু এখানে 'রোদ্দুর' বলতে কবি মুক্তপ্রাণ মানসিকতাকে বুঝিয়েছেন। অমলকান্তি বস্তিতে থাকত। সেই সংকীর্ণ জায়গা থেকে বেড়িয়ে এসে সে বৃহৎ জগতে মুক্তপ্রাণ পাখির মতো বাঁচতে চেয়েছিল। এখানে 'রোদ্দুর' শব্দটি নিজের বাচ্যার্থকে অপসারিত করে এক নতুন অর্থকে দ্যোতিত করেছে। তাই এটি অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়েছে।

খ. বিবিক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি:

বাচ্যার্থের অর্থ যদি বক্তার উদ্দীষ্ট অর্থকে বিবক্ষিত করেও অন্য আর একটি ধ্বনি অর্থাৎ, অর্থকে ব্যঞ্জিত করে তাহলে তাকে বিবিক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি বলে।
বাচ্যার্থকে বজয় রেখেও বাচ্য এখানে অন্য একটি অর্থকে দ্যোতিত করে থাকে।
এই বিবিক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনিকে দুই ভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেগুলি হল—

খ. ১. সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি ও খ.২. অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি

'ক্রম' শব্দের অর্থ হল সংগতি রক্ষা। বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গার্থে উপনীত হওয়ার ক্রমটি যথাযথ সংগতিপূর্ণ হয়েছে কি না সেটি এখানে লক্ষ্য করা যায়।

খ. ১. সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি:

বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গার্থে উপনীত হওয়ার ক্রমটি এখানে যথাযথ সংগতিপূর্ণ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাই একে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বলে। এখানে বাচ্যার্থ নিজেকে প্রকাশ করার পরে ব্যাঙ্গার্থকে প্রকাশ করে থাকে।
সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেগুলি হল— বস্তু ধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি।

ক. ১. ১. বস্তু ধ্বনি:

যখন বর্ণনীয় বস্তু বা অলংকার থেকে বস্তু ধ্বনিত হয় তা বাচ্যার্থ থেকে অধিক পরিমাণে চমৎকারিত্ব লাভ করে, তখন তাকে বস্তু ধ্বনি বলে। যেমন—

'রাস্তার উপরে দশ-বিশটা গর্ত!
রাতভোর বৃষ্টি হয়েছিল তো, তাই
গর্তগুলি সাতসকালে জলে ভরাট হয়ে আছে।
আর সেই জলের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে
মুখ দেখছে
দশ-বিশটা আকাশ।
পাড়াগাঁয়ের মতো
কলকাতারও এখন এই একটা মস্ত সুবিধে।
আকাশ দেখার জন্যে
শহরটাকে আজকাল আর জানালার শিকে মুখ রেখে
ঘাড় বাঁকিয়ে
উপরে তাকাতে হয় না।'
(দশ-বিশটা আকাশ, কবিতা সমগ্র-২, পৃষ্ঠা- ২৪০)

আলোচ্য উক্তির মধ্যদিয়ে কবি তাঁর মনের আনন্দ বা খুশিকে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এখানে আর একটি বিষয় দ্যোতিত হয়েছে। তা হল সমসাময়িক সরকারি ঠিকাদারদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ। বাচ্যার্থে বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখানো হলেও ব্যাঙ্গার্থে ঠিক তার বিপরীত। আসলে কবি দূর্নীতিগ্রস্থ সমাজের একটি বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখানে একবস্তুর ব্যঞ্জনা থেকে অন্য আরেকটি বস্তুর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা অনেক বেশি কাব্য চমৎকারিত্ব লাভ করেছে।

ক. ১. ২. অলংকার ধ্বনি:

বর্ণনীয় বস্তু বা অলংকার থেকে যদি অলংকার ধ্বনিত হয় এবং তা যদি বাচ্যার্থ থেকে অধিক পরিমাণে চমৎকারিত্ব লাভ করে তখন তাকে অলংকার ধ্বনি বলে। যেমন—

'দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে:
এই যে নদী, ওই অরণ্য, ওইটে পাহাড়,
এবং ওইটে মরুভূমি ।
দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে তুমি,
বার করেছ নতুন খেলা ।
শহর-গঞ্জ-খেত-খামারে
ঘুমিয়ে আছে দেশটা যখন, রাত্রিবেলা
খুলেছ মানচিত্রখানি।
এইখানে ধান, চায়ের বাগান, এবং দূরে ওইখানেতে
কাপাস-তুলো, কফি, তামাক
দম-লাগানো কলের মতন হাজার কথা শুনিয়ে যাচ্ছ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারের মধ্যে তুমি দেশ দেখাচ্ছ।'
(দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ২১১)

এখানে এই উক্তিটি সাধারণ মনে হলেও এর অন্তরে রয়েছে এক তীব্র ব্যাঙ্গ। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না এটা সাবাই জানে কিন্তু গুরুমশাই জ্ঞানী হয়েও অন্ধকারে দেশ দেখাচ্ছেন। গুরুমশাই অর্থাৎ সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধরণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। উক্ত এই পংক্তিগুলির মধ্য দিয়ে ব্যাজস্তুতি অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা যথেষ্ট কাব্য চমৎকারিত্ব লাভ করেছে।

খ.২. অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি:

বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গার্থে উপনীত হওয়ার ক্রমটি এখানে যথাযথ সংগতিপূর্ণ ভাবে লক্ষ করা যায় না তাই একে অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বলে।

অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেগুলি হল— ভাব ধ্বনি ও রস ধ্বনি।

খ. ২. ১. ভাব ধ্বনি:

ব্যাভিচারী ভাবে পরিপুষ্ট হয়ে বাচ্যার্থ যখন নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে তখন তাকে ভাব ধ্বনি বলে। যেমন—

'ভুলে গেলে ভাল হত, তবু ভোলা গেল না এখনও।
পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে, তবু কোনো-কোনো
মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ে।
স্রোতের গোপন টানে ভেসে যায় পিতলের ঘড়া।
অথচ বেদনা তার থেকে যায় । তাই বসুন্ধরা
কেঁপে ওঠে ফাল্গুনের ঝড়ে।
মনে পড়ে, মনে পড়ে, এখনও তোমাকে মনে পড়ে।'
(মনে পড়ে, কবিতা সমগ্র-৩, পৃষ্ঠা- ১০৪)

এখানে পঁয়ত্রিশ বছর পরে কবি তাঁর অতীতের প্রেয়শীকে মনে করেছেন। শত চেষ্টা করেও তিনি তাঁকে ভুলতে পারেননি। এটা হল বাচ্যার্থ। কিন্তু এই বাচ্যার্থ থেকে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে তা 'স্মৃতি' নামক ব্যাভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ। এই ব্যাভিচারী ভাবের দ্বারাই প্রেমের প্রগাঢ়তা অনুভব করা যাচ্ছে। অতীত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে কবি বর্তমান জীবন অতিবাহিত করছেন। আর এই ব্যাভিচারী ভাবের দ্বারা পুষ্ট হওয়ার কারণেই কবিতাটি ব্যাঙ্গার্থ, বাচ্যার্থ অপেক্ষা অনেক বেশি রমনীয় হয়ে উঠেছে।

খ. ২. ২. রস ধ্বনি:

অসংলক্ষ্যক্রমের দ্বারা বাচ্যার্থ যখন ব্যাঙ্গার্থে উত্তির্ণ হয় এবং সেই ব্যাঙ্গার্থ যদি রসের ব্যাঞ্জনা বহন করে থাকে তাহলে তাকে রস ধ্বনি বলে। যেমন—

'এইখানে কেউ গতকল্য নিশাবসানে কাউকে
দিয়েছে বিদায়।
তারই স্মৃতি চক্ষু দিয়ে শুষে নেয় ঘরবাড়ি-খামার,
তারই দুঃখের জলের ভিতরে পড়ে ছায়া
অশ্বত্থের। ওই দ্যাখো, রৌদ্রের ভিতরে জাগে তার
বিধুর চক্ষুর মেঘমায়া।'
(রৌদ্রের ভিতরে ওই, কবিতা সমগ্র-২, পৃষ্ঠা- ৯৮)

এখানে 'শোক' ভাব থেকে 'করুণ' রসের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিশাবসানে বিদায় দিয়েছে। সেই প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে এই করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে প্রেমিকের হৃদয়ে। তাই সেই প্রেমিকা হল আলম্বন বিভাব। বিচ্ছেদের পরে দুঃখের যে অশ্রু তা হল অনুভব। আর এই বিরহকে আরও তীব্র করে তুলেছে বেদনা, আবেগ, স্মৃতি, বিষাদ প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাবগুলি। এই সমস্ত ভাবের সহযোগে 'করুণ' রসটি পূর্ণতা পেয়েছে। এই জন্য এটি করুণ-রস ধ্বনি হয়েছে।

ভারতীয় আলংকারিকগণ প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই কাব্য সমালোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করলেও পরবর্তীকালে তাঁরা রসের আলোচনায় মনোনীবেশ করেন। ফলে ধ্বনি সম্পর্কিত আলোচনা আর বেশি দূর আগ্রসর হতে পারেনি। যদিও আচার্য আনান্দবর্ধন-এর পরে আলংকারিক কুন্তক শব্দ ও তার অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আলংকারিকদের কাব্য চর্চাও সমাপ্ত হয়ে যায়।

প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাত্যেও সাহিত্য চর্চায় একটি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল সুদূর অতীতে। পাশ্চাত্যেও শব্দ ও তার অর্থ নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে শব্দার্থ নিয়ে যে আলোচনার সূচনা হয়েছিল তাকে 'Semantics' বলা হয়। এই 'Semantic' শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক 'Semantikos' শব্দ থেকে যার অর্থ হল- 'Significant' বা 'Having meaning'। এই 'Semantics'-এর মাধ্যমে আমরা ভাষার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকি।

'Semantics' নিয়ে পাশ্চাত্যে প্রথম আলোচনা করেন প্লেটো। তিনি প্রথম শব্দ (Word) এবং ধারণা (Idea)-র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থের বিশ্লেষণ করেন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল পরবর্তীকালে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য অর্থকেই শব্দের প্রকৃত অর্থ বলে ঘোষণা করেন। পাশ্চাত্যের এই শব্দার্থবিদ্যার আলোচনা প্রাচ্যের মতো থেমে যায়নি, ফলে তা বর্তমানকাল পর্যন্ত চর্চিত হয়ে চলেছে।

ঊনিশ শতকের ভাষাবিজ্ঞানী মিশেল ব্রেল শবার্থবিদ্যা বা (Semantics)-কে ভাষাবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। ব্রেল Semantics নিয়ে আলোচনার সময় শব্দের অর্থের বিবর্তনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে শব্দের অর্থ কখনো স্থির থাকে না, তা যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এর পরবর্তীকালে বিশ শতকে ভাষাবিজ্ঞানী সোস্যুরের আবির্ভাব হয়। তিনি Semantics-কে গঠনবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি শব্দ ও অর্থকে 'Signifier' (Word form) ও 'Signified'(Concept) হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরপর চমস্কি তাঁর বাক্যতত্ত্ব ও ব্যাকরণের মাধ্যদিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের Deep structure-এ সংগঠিত হওয়া শব্দ ও তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেন।

আমরা যখন কোনো বিষয়ে কথা বলি তখন ওই বিষয় সম্পর্কিত শব্দগুলিকে আমরা আমাদের শব্দভাণ্ডার থেকে চয়ন করে থাকি। তারপর Phrase Structure Rule-এর দ্বারা ওই নির্বাচিত শব্দগুলি দিয়ে একটি বীজবাক্য গঠন করে থাকি। এরপ নানাপ্রকার সংবর্তন ও ধ্বনি পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয় একটি বাক্য। কিন্তু অনেক সময় আমরা যে কথা বলতে চাইছি অন্যজন সে কথা বুঝতে পারে না। কারন Communication হল এক প্রকার Coding এবং de-coding-এর সংঘবদ্ধ রূপ। আমরা কতগুলি শব্দকে সংকেত রূপে Coding করে প্রেরণ করে থাকি এবং অপরজন ওই সংকেতগুলিকে De-coding করে বক্তার উদ্দিষ্ট বক্তব্য বুঝতে পারেন। কিন্তু অনেক সময়

একটি শব্দ একাধিক অর্থ দ্যোতনার সৃষ্টি করে থাকে, আর তখনই সৃষ্টি হয় Meaning of Plurality. আবার অনেক সময় বক্তা যে অর্থে শব্দটি ব্যহার করছেন শ্রতা সেই শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেন থাকেন। এক্ষেত্রে অর্থের বিভ্রাট ঘটে থাকে। এই সব দিক বিচার করে ভাষাবিজ্ঞানীগণ শব্দের অর্থকে প্রধানত দুটি ভাবে বিভক্ত করেন। যা হল—

i. Semantics
ii. Pragmatics

Semantics Meaning মানে শব্দের আভিধানিক অর্থ যাকে Lexical Meaning-ও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ কেবল মাত্র অভিধান থেকে পাওয়া যায়। মৌখিক বা প্রচলিত অর্থকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তাই Semantics Meaning-এর সীমানা সীমিত পরিসরে আবদ্ধ।

অন্য দিকে Pragmatics Meaning শব্দের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে অন্য কোনো অর্থকে দ্যোতিত করে থাকে। যাকে শব্দের ব্যাঙ্গার্থ বলা যেতে পারে। সাহিত্যে বা মৌখিক কথা-বার্তায় আমরা অনেক সময় একটি শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকি। তখন সেই শব্দটি নিজের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে নতুন এক অর্থের দ্যোতনা বহন করে। তাই Pragmatics Meaning-এর সীমানা বহুদূর বিস্তৃত। তবে এই Pragmatics Meaning-এর পেছনে থাকে স্থান, কাল, পাত্র ও ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা। Pragmatics-এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়—

> "The study of what speakers mean, or 'speaker meaning', is called pragmatics."[৫]
>
> "Pragmatics concerns both the relationship between context of use and sentence meaning, and the relationships among sentence meaning."[৬]

প্রত্যেক Pragmatics-এর মধ্যে একটি Invisible meaning থাকে। কোনো বস্তুর নাম উল্লেখ না করেও আমরা যখন কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে ওই উদ্দিষ্ট বস্তুটিকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করে থাকি তখন তাকে Invisible meaning বলে। অর্থাৎ যে অর্থকে আমরা সাক্ষাৎ দেখতে পাইনা কিন্তু আভাস-ইঙ্গিতে তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি। এই Invisible meaning-এর দ্বারা বক্তা অল্প বলে বৃহৎ বিষয়কে ইঙ্গিত করে থাকেন।

Pragmatics-এর মধ্যে যে উপাদানগুলি বিশেষভাবে কার্যকরি হয়, সেগুলি হল—

১. Context:

Contend-কে কেন্দ্র করে যখন কোন অর্থ দ্যোতনা গড়ে ওঠে তখন তাকে Context বলা হয়।
এই Context-কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১.১. Physical Context:

কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থেকে বক্তা যদি সেই স্থানের নাম উহ্য রেখে কথা বলে থাকেন তাহলেও শ্রোতা বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থকে সঠিক ভাবে বুঝতে সক্ষম হন। এখানে শ্রোতা সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কাল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তার ভাষার অভিব্যক্তিটি উপলব্ধি করে থাকেন। যেমন—

> 'মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে;
> চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে, তারপরে বলে, "উঠি তাহলে"
> আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'
> (অমলকান্তি, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ৭৪)

উক্ত পঙক্তিটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি অমলকান্তি কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলে কবি তাঁকে ঘরের মধ্যে বসতে দেন। কারন আপ্যায়নের উল্লেখ রয়েছে এখানে। বাড়ির ভিতরে বসতে দেওয়ার কথাটি উহ্য থাকলেও আমরা সংলাপের মাধ্যমে সেটা অতি সহজেই বুঝতে পারি। এবং অমলকান্তি যেহেতু ভিতরে ছিল তাই 'উঠি তাহলে' কথাটি শোনা মাত্র কবিও বুঝে যান তিনি এবার রওনা দিতে চাইছেন।

১.২. Linguistic context বা Co-context:

> "The Co-context of a word is the set of other word used in the same phrase or sentence."[৭]

বাক্যে ব্যবহৃত একটি শব্দ যখন অন্য একটি অর্থের দ্যোতনা বহন করে আনে তখন তাকে Co-context বলে। যেমন—

> 'আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
> অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
> সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।'
> (অমলকান্তি, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ৭৪)

পংক্তির শুরুতেই বলা হয়েছে কবি ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা ভবিষ্যতে মাস্টার, ডাক্তার, উকিল হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অমলকান্তি 'রোদ্দুর' হতে চেয়েছিল। এখানে 'রোদ্দুর' বলতে সূর্যালোকের কথা বলা হয়নি। আসলে অমলকান্তি স্বাধীনচেতা মুক্তপ্রাণ মানুষ হতে চেয়েছিল। 'রোদ্দুর' শব্দটি এখানে একটি ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা বহন করেছে।

২. Deixis:

'Deixis' শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে। যার অর্থ হল কোনো কিছুকে নির্দেশ করা বা ইঙ্গিত করা। ভাষার মাধ্যমে যখন কোনো কিছুকে ইঙ্গিত করা হয় তখন তাকে Deixis বলে। যেমন—

> 'নিশ্চুপ যখন তার বারান্দার টবের করবী।
> সেই দিকে চেয়ে চেয়ে নাবালক বিস্ময়ে সে ভাবে,
> এ কার তুলিতে আঁকা ছবি. . . .'
> (নিজেকে নিয়ে, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ৫৩)

এখানে 'সেই দিকে' শব্দ দুটির মধ্য দিয়ে বারান্দার করবী গাছটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. Reference:

> "Reference as an act by which a speaker (or writer) uses language to enable a listener (or reader) to identify sometime."[৮]

বক্তা বা লেখক যখন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে কোনো শ্রোতা বা পাঠকের কাছে কোনো বিষয়কে স্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন তখন তাকে Reference বলে।

বিশেষ্য, সর্বনামের দ্বারা আমরা কোনো বিষয় বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারি। আবার অনেক সময় বিশেষ কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও আমরা কোনো কিছুকে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন—

> 'এই-বৃষ্টি নেই-বৃষ্টি খেলা দেখতে-দেখতেই
> আমরা সাবাই
> ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে দেখে নিচ্ছি
> লাল-বর্ডার-দেওয়া তারিখগুলোকে।'
> (এই-বৃষ্টি নেই-বৃষ্টি, কবিতা সমগ্র-৩, পৃষ্ঠা- ১৪২)

উদ্ধৃত পঙক্তিতে 'লাল-বর্ডার-দেওয়া তারিখগুলোকে' বলতে ছুটির দিনের কথা বলা হয়েছে। কারন ক্যালেন্ডারে লাল বর্ডার দিয়ে ছুটির দিনগুলি লেখা থাকে। এখানে বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ছুটির দিনগুলিকে চিহ্নিত করেছেন কবি।

৪. Inference:

> "It is additional information used by the listeners to create a connection between what is said and what must be meant."[৯]

শ্রোতা যখন তাঁর অভিজ্ঞাতাকে কাজে লাগিয়ে বক্তার উদ্দিষ্ট শব্দটির অর্থটিকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে থাকেন তখন তাকে Inference বলে। যেমন—

'আগে দু-তিনটে বিয়ার টেনে অক্লেশে মাতাল হাওয়া যেত।
ইদানীং কম করেও পাঁচ বোতল লাগে।'
(বার্মিংহামের বুড়ো, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

এখানে 'টেনে' শব্দটি তার প্রকৃত অর্থকে ত্যাগ করে অন্য একটি অর্থকে প্রকাশ করেছে। 'টেনে' শব্দটি এখানে 'পান করা' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই পান করা অর্থটি আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা থেকে।

৫. Anaphora:

"Anaphora can be defined as subsequent reference to already introduced entity."[১০]

Anaphora হল এমন একটি reference যা ওই context-এর পূর্ববর্তী কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

Anaphora কে বোঝার জন্য Antecedent-কে বুঝতে হবে। Antecedent হল— An Antecedent is a linguistic expression which provides the interpretation for a second expression (anaphora) which has little meaning of its own.
Anaphora-এর একটি উদাহরণ হল—

'শুভেন্দু এবং সুধা কায়মনোবাক্যে এক হতে গিয়েছিল।
তারা বেঁচে নেই।'
(মিলিত মৃত্যু, কবিতা কমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ১১৭)

এখানে 'তারা' শব্দটি পূর্ববর্তী শুভেন্দু ও সুধাকে বোঝাতে ব্যবহার করেছেন কবি। আর উক্ত পঙক্তিতে Antecedent হল শুভেন্দু ও সুধা। অর্থাৎ Anaphora-য় Antecedent আগে থাকে।

৬. Cataphora:

Cataphora হল Anaphora-র বিপরীত। অর্থাৎ Cataphora হল এমন একটি reference যা ওই context-এর পরবর্তী কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। যেমন—

'সন্ধ্যার হাওয়ায় তাঁর ক্লিষ্ট স্নায়ুমন
শান্ত হয়ে এলে ফের অরিন্দম সেন
দু-দণ্ড তন্ময় বসে থেকে....
নবতর সিদ্ধান্তে এলেন।'
(বারান্দা, কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা-৫২)

এখানে 'তাঁর' শব্দটি পরবর্তী অরিন্দম সেন-কে বোঝাতে ব্যবহার করেছেন কবি। আর উক্ত পঙক্তিতে Antecedent হল অরিন্দম সেন। অর্থাৎ Cataphora-য় Antecedent পরে থাকে।

৭. Presupposition:

"We design our linguistic messages on the basis of large-scale assumptions about what our listeners already know."[১১]

যখন কোনো লেখক ধরে নেন তিনি যে বিষয়ে কথা বলছেন সেই বিষয়টি সম্পর্কে পাঠক বা শ্রোতার সম্পূর্ণ ধারণা আছে। এবং এই ধারণা থেকেই তিনি তাঁর বিষয়ের বর্ণনা করে থাকেন। একেই বলে Presupposition।
যেমন—

" 'আমি তৈরি করিনি,
এই মূর্তি আসলে
পাথরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।
পাথরের বুকে ছেনি চালিয়ে

তার ভিতর থেকে
লুকনো এই মূর্তিটিকে আমি
বার করে এনেছি মাত্র।'
আমাকে এক ভাস্কর একদা বলেছিল।"
(কবি ও ভাস্কর, কবিতা সমগ্র-৩, পৃষ্ঠা-৩৩)

পাথরের মূর্তির সৌন্দর্য বিমোহনকারী এটি সর্বজনে সুবিদিত। কবিও এ বিষয়ে সচেতন। তাই তিনি মূর্তির রূপ বর্ণনায় আর বাক্য ব্যয় করেননি। তিনি কেবল মাত্র ওই শিল্পীর ভূমিকাটিকে তুলে ধরেছেন আলোচ্য কবিতায়।

তথ্যসূত্র:

1. সিংহরায়, জীবেন্দ্র। 'কাব্যতত্ত্ব'। ২০০৯। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা-২০।
2. দাশগুপ্ত, ড সুধীন্দ্রকুমার। 'কাব্যালোক'। ২০১৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা-২৩৩।
3. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৩।
4. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৩।
5. Yule, George. 'The Study of Language'. 2010. Cambridge University Press. Page-127.
6. Fasold, Ralph. Connor-Lintion, Jeff. 'An Introduction to Language and Linguistics'. 2006. Cambridge University Press. Page- 157.
7. Yule, George. 'The Study of Language'. 2010. Cambridge University Press. Page-129.
8. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩১।
9. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩১।
10. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩২।
11. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৩।